প্রবন্ধ

১২ রবিউল আউয়াল মীলাদুন্নবীই, ওফাতুন্নবী নয়

মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাহাদুর

সমস্ত বিশ্বের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরিত হুযূর-ই আকরাম সালালাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসালাম রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে এ ধরাতে তাশরীফ আনয়ন করেন। এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই বিশ্ববাসী এ মহানতম নি'মাত প্রাপ্তির জন্য শোকরিয়া স্বরূপ ঈদে মীলাদুন্নবী সালালাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসালাম উদ্‌যাপন করে আসছে। অবশ্য, কোন কোন বর্ণনার ভিত্তিতে এ তারিখে নবী করীমের ওফাত শরীফও সংঘটিত হয়েছে মর্মে প্রচার করা হয়। এতদভিত্তিতে এক শ্রেণীর বাতিলপন্থী 'ঈদে মীলাদুন্নবী' সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উদ্‌যাপনের বিরোধিতা করে ওই তারিখে 'নবী করীমের ওফাতের শোক পালন করার পক্ষে খোঁড়াযুক্তি উত্থাপন করে থাকে। 'ঈদে মীলাদুন্নবী' পালন না করে 'ওফাতুন্নবী' অথবা উভয়টি উদযাপন করা যাবে কিনা সে সম্পর্কে সপ্রমাণ আলোচনা করা এখন সময়ের দাবি। তাই এ নিবন্ধে এ বিষয়ে সপ্রমাণ আলোচনার প্রয়াস পাচ্ছি। উল্লেখ্য, এ তারিখে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পালনের পক্ষে অনেক প্রামাণ্য আলোচনা করা হয়েছে। তাই আমি বিরুদ্ধবাদীদের খণ্ডন করারই চেষ্টা করেছি। '১২ রবিউল আউয়াল মীলাদুন্নবীই ওফাতুন্নবী নয়' এ 'বিভ্রান্তির অবসান' বইয়ের ২২ পৃষ্ঠায় ওহাবী মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী লিখেছেন যে, ১২ই রবিউল আউয়ালে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পালন করা হয়; কিন্তু ১২ই রবিউল আউয়ালে কেন ওফাত পালন করা হয় না? এর জবাবে আমাদের বক্তব্য হলো- এ তারিখে ঈদে মীলাদুন্নবীই পালন করতে হবে, ওফাতুন্নবী নয়। তাই ১২ই রবিউল আউয়ালে ওফাতুন্নবী পালন না করার কারণগুলো বিস্তারিত বর্ণনা করা হল:

ওফাতুন্নবী পালন না কারার প্রথম কারণ

বিরুদ্ধবাদীরা অনেক বিভ্রান্তিকর বইয়ের মাঝে দাবী করেছেন ১২ই রবিউল আউয়াল-এ নাকি রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতও হয়েছিল; অথচ তাদের নিকট এ প্রসঙ্গে নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ নেই এবং কস্মিনকালেও তাদের পক্ষে প্রমাণ দিতে পারবে না।কারণ:

এ প্রসঙ্গে চারটি অভিমত আছে

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, ১২ই রবিউল আউয়াল তারিখ রাসূল সালালাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসালাম-এর ওফাত দিবস। এ হাদীস সম্পর্কে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ হাদীসের সনদে ওয়াক্কেদী নামের এক বর্ণনাকারী আছেন। তাঁর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে মুহাদ্দিসগণের মতবিরোধ আছে। সুতরাং

মুহাদ্দিসগণের মতামত

ইমাম ইবনে রাওয়াই, ইমাম আলী ইবনে মদীনী, ইমাম আবূ হাতেম আল রাযী এবং ইমাম নাসাঈ সর্বসম্মতভাবে বলেছেন, ওয়াক্বেদী নিজ থেকেই হাদীস রচনা করত অর্থাৎ জাল হাদীস বর্ণনা করতো।

[আল্লামা ইমাম যাহাবী : মিযানুল ইতিদাল : ২/৬৬৬ : রাবী নং : ৭৯৯৩ :]

৫. ইমাম ইয়াহিয়া ইবনে মুঈন বলেছেন, ওয়াক্বেদী সেক্বাহ নয় অর্থাৎ- নির্ভরযোগ্য নয়।

৬. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছেন, 'ওয়াক্বেদী কায্‌যাব (অর্থাৎ-মিথ্যাবাদী) হাদীস জাল করত।

৭. ইমাম বুখারী ও আবূ হাতেম রাযী বলেছেন, "ওয়াক্বেদী মাতরুক" অর্থাৎ পরিত্যক্ত রাভী।

৮. আল্লামা মুররাহ বলেছেন, ওয়াক্বেদীর হাদীস লিপিবদ্ধ (উদ্ধৃত) করার উপযোগী নয়।

৯. আল্লামা ইবনে আদী বলেছেন, ওয়াক্বেদীর হাদীসগুলো তাহরীফ (মনগড়াভাবে লিখিত হওয়া) থেকে মুক্ত নয়।

১০. ইমাম দারে কুত্‌নী বলেন "তার অধিকাংশ বর্ণনাই দূর্বল "

১১. ইমাম রাহ্‌ওয়াইহ্ বলেন - সে হাদীস জাল করতো।

১২. আল্লামা ইব্রাহীম খারাবী বলেন - ওয়াক্বেদী সত্যবাদী নয়।

১৩. আল্লামা আবু গালিব বলেন আমি হযরত ইবনে মাদীনিকে বলতে শুনেছি - ওয়াক্বেদী জাল হাদীস বানাতো।

১৪. যাহাবী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেছেন, ওয়াক্বেদী অত্যন্ত দুর্বল (রাভী) হওয়ার উপর গবেষক, অনুসন্ধানীগণ ও প্রসিদ্ধ সমালোচকগণ একমত।

অপরদিকে, আল্লামা ইমাম খতিবে বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি উক্ত ওয়াক্বেদীর জীবনীতে বিভিন্ন মুহাদ্দিসের মতামত তুলে ধরে রাসূল সালালাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসালাম-এর ওফাত শরীফের তারিখ ১২ই রবিউল আউয়াল মর্মে উক্ত হাদীসটির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে বলেন, اختلف الناس فى أحاديث وغير ذلك- অর্থাৎ- তার উক্ত হাদীসটি নিয়ে মুহাদ্দিসগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে এবং তার অন্যান্য হাদীস গুলি নিয়েও।

[ইমাম খতিবে বাগদাদী : তারিখে বাগদাদ : ৩/৩ পৃ: হাদীস নং : ৯৩৯]

তাছাড়া, ইমাম সাখাভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "মাকাসিদুল হাসানা"-এর মধ্যে মিসওয়াকের হাদীসের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ওয়াক্বেদী সম্পর্কে বলেন, انه غير قوى অর্থাৎ তার বর্ণনা মজবুত নয়।

[আল্লামা ইমাম সাখাভী: মাকাসিদুল হাসানা : ২৭১ পৃ : হাদীস : ৬২৫]

শুধু তাই নয় তিনি আরও বলেন "তার অধিকাংশ বর্ণনাই অত্যন্ত দুর্বল।"

[আল্লামা ইমাম সাখাভী : মাকাসিদুল হাসানা : ২৭১ : হাদীস : ৬২৫]

আল্লামা আজলূনী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ও তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'কাশফুল খিফা' ১/৩৮৩ তে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। সুতরাং উক্ত বর্ণনা থেকে ১২ই রবিউল আউয়ালকে ওফাতুন্নবী সালালাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসালাম প্রমাণ করা যাবে না। কারণ কোন হাদীসের কোন বর্ণনাকারী অগ্রহণযোগ্য হলে তার বর্ণনাটাও গ্রহণযোগ্য থাকে না।

দুই.

১০ই রবিউল আউয়াল রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত শরীফ। এটা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা-এর সূত্রে বর্ণিত, যা আল্লামা ইবনে কাসীর তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ "আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া : ৫/২৫৬ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন।

উক্ত বর্ণনাটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সেটার মধ্যে দুইজন রাবী সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনে কেরামের কঠোর অভিযোগ রয়েছে।

প্রথম রাভীর ব্যাপারে আপত্তি

উক্ত হাদীসের প্রথম বিতর্কিত রাভী বা বর্ণনাকারী হলেন 'সায়ফ ইবনে ওমর' তিনি রাভী হিসেবে দুর্বল। তার সম্পর্কে মুহাদ্দিস আল্লামা আব্বাস বলেন, আমি তার সম্পর্কে ইয়াহিয়া ইবনে মুঈনকে বলতে শুনেছি যে, তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী। আরো বলেন, তার অধিকাংশ বর্ণনাই ত্রুটিযুক্ত, সে ছেকাহ বা নির্ভরযোগ্য নয়। শুধু তা নয় হাদীস শাস্ত্রের বিজ্ঞ ইমাম আল্লামা আবু দাউদ রাহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি বলেন- ليس بشئ; অর্থাৎ- তার কোন বিশ্বস্ততা নেই। অপরদিকে ইমাম আবু হাতেম বলেন, তার বর্ণনা মাতরুক বা পরিত্যক্ত।

অপরদিকে ইমাম আদি রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, তার সব বর্ণনাই মুনকার বা বাতিল, আল্লামা ইমাম ইবনে হিব্বান বলেন, তার উপর অভিযোগ রয়েছে মিথ্যা হাদীস বানানোর। এ সমস্ত অভিতের সূত্র হলো-

[আল্লামা ইমাম যাহাবী : মিজানুল ইতিদাল : ২/২৫৫ : রাবী নং : ৩৬৩৭]

ইমাম যাহাবী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি উক্ত রাভীর একটি উদাহরণ স্বরূপ সনদসহ একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তাতে ইমাম যাহাবী ইমাম তিরমিযীর মতামত উল্লেখ করেন। ইমাম তিরমিজী বলেন, উক্ত হাদীসটির সনদ মুনকার। কেননা উক্ত হাদীসের সনদে 'সায়ফ ইবনে উমর' রয়েছে।

[আল্লামা ইমাম যাহাবী : মিযানুল ই'তিদাল : ২/২৫৫ : রাভী নং : ৩৬৩৭]

২য় রাবীর ব্যাপারে আপত্তি

তিনি হলেন, মুহাম্মদ ইবনে ওবায়দুল্লাহ আল কারযমী। তাঁর সম্পর্কে বিখ্যাত ইমাম ও মুহাদ্দিস ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন : ترك الناس حديثه অর্থাৎ অধিকাংশ মুহাদ্দিস তার হাদীস পরিত্যাগ করেছেন। অপরদিকে ইমাম ইয়াহিয়া ইবনে মুঈন রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, لا يكتب حديثه অর্থাৎ তার হাদীসগুলো লিপিবদ্ধ যোগ্য নয়। অপরদিকে আল্লামা না'লাসী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন : সে মাতরুক বা পরিত্যাক্ত রাভী। বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ইমাম নাসায়ী রাহমাতুল্লাহি আলয়হি বলেন, ليس بثقة অর্থাৎ তার বর্ণনা নির্ভরযোগ্য নয়। অনুরূপ ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেছেন।

[১. আল্লামা ইমাম যাহাবী মিযানুল ই'তিদাল : ৩/৬৩৫ রাভী নং : ৭৯০৫]

অপরদিকে আল্লামা ইমাম আসক্বালানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ও অন্যান্য হাদীস শাস্ত্রবিদগণ তার সম্পর্কে বলেন : তার হাদীস মাতরুক বা পরিত্যক্ত।

[সূত্র: ১. তাক্বরীবুত তাহযীব : ২/১৪২ পৃ. ও ২/২০৩ পৃ., ২. খোলাসাতুত তাহযীব: ২/১৬১ ও ৩৫০ পৃ., ৩. তাহযীব আল কামাল, কৃত আল খাযরাজী]

তাই উক্ত আলোচনা থেকে প্রতিয়মান হলো যে, উক্ত হাদীসটিও গ্রহণযোগ্য নয়।

তিন. দেওবন্দীদের ইতিহাসবেত্তা মাওলানা শিবলী নোমানী সাহেব বলেন যে, ১ই রবিউল আউয়াল হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত

দিবস। (মাওলানা শিবলী নোমানী: সীরাতুন্নবী : ২য় খণ্ড : ১৭০ পৃ) তার মতও গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ তার কোন প্রমাণ কেউ উল্লেখ করেনি।

চার. আর মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদীর পুত্র শায়খ আব্দুল্লাহ ৮ই রবিউল আউয়ালকে ওফাত শরীফ লিখেছেন। [সূত্র : মুখতাসার সীরাতে রাসূল-৯ পৃষ্ঠা]

রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত শরীফের তারিখ ১২ই রবিউল আউয়াল নয়, এ সম্পর্কে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত দেন আল্লামা ইমাম আবুল কাসেম আব্দুর রহমান সোহায়লী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি। তিনি বলেন, وكيف ما دار الحال على الحساب فلم يكن الثانى عشر من ربيع الاول يوم الاثنين بوجه- অর্থাৎ- এই হিসাবের উপর যে কোন অবস্থাই প্রদক্ষিণ করুক, কিন্তু (একই সাথে) ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার ওফাত দিবস কোন মতেই হতে পারে না।

এ বিষয়বস্তুটিই (অভিমত) অতি শক্তিশালী ভাষায় সুপ্রসিদ্ধ মুসলিম দার্শনিক ও ইতিহাসবেত্তা মুহাম্মদ শামসুদ্দীন আল যাহাবী, ইবনে আসাকির, ইবনে কাসীর, ইমাম নূরুদ্দীন আলী ইবনে আহমদ আল সামহুদী, আলী ইবনে বোরহান উদ্দিন আল হালবী, আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী ও ইবনে হাজার রাহমাতুল্লাহি আলায়হিমা প্রমুখও বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে দেখুন বিস্তারিত-

[১. আল্লামা ইমাম যাহাবী : তারিখ-ই-ইসলাম, অধ্যায়: আস সীরাত আন্-নবভিয়্যাহ, পৃষ্ঠা :৩৯৯-৪০০। ২. আল্লামা ইমাম ইবনে জওজী : ওয়াফা আল ওয়াফা : ১ম খন্ড : ৩১৮ পৃষ্ঠা। ৩. আল্লামা ইবনে কাসীর :আল বেদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/২৫৬ পৃ.। ৪. ইমাম বোরহান উদ্দিন হালবী : সিরাতে হালবিয়্যাহ : ৩/৪৭৩ পৃ.। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী: উমদাতু ক্বারী: ১৩/১৯১ পৃ. হাদীস:৩৫৩৬, ৬. আল্লামা ইবনে হাজার আসক্বালানী: ফতহুল বারী:৮/৪৮৩ পৃ., হাদীস নং ৪৪২৪]

মোট কথা, ১২ই রবিউল আউয়াল এবং ১০ই রবিউল আউয়াল রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র ওফাত দিবস হওয়া কোন মতেই প্রমাণিত হয় না, না যুক্তি-তর্কে, না কোন সুস্পষ্ট দলীলের উদ্ধৃতির ভিত্তিতে, না কোন রাবীর বর্ণনার ভিত্তিতে, না কারো চিন্তা-ভাবনা বা গবেষণার ভিত্তিতে। অবশ্যই 'সোমবার' ওফাত শরীফ হওয়ার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। এর পক্ষে বুখারী ও মুসলীমে প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই ১২ই রবিউল আউয়াল রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর ওফাত হয়েছে এমন কোন দলীল নেই।

ওফাতুন্নবী'র শোক পালন করা যাবে না

তিন দিনের বেশী শোক প্রকাশ করা রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিষেধ-এর প্রমাণ স্বরূপ অনেক প্রামাণ্য হাদীস রয়েছে। আর বাতিল পন্থীদের জবাবে এই হাদীস শরীফটি পেশ করতে চাই। বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দেসীনে কেরাম (-এর বিরাট জামায়াত) নির্ভরযোগ্য সহীহ সনদ সহকারে এবং সাহাবায়ে কেরাম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, উম্মাহাতুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ, হযরত উম্মে সালামাহ, হযরত যয়নব বিনতে জাহ্‌শ, হযরত উম্মে হাবীবাহ, হযরত হাফসাহ, অনুরূপ উম্মে আতিয়াহ আল আনসারীয়্যাহ, হযরত ফারীআহ বিনতে মালিক ইবনে সিনান, হযরত আবু সাঈদ আল খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে, সরাসরি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে (مرفوع), সূত্রে প্রায় সকল বর্ণনা কাছাকাছি বচনে, একই বিষয় বস্তু (অভিমত) বর্ণনা করেছেন। তা হল নিম্নরূপ ঃ

امرنا ان لا نحد على ميت فوق ثلاث الا لزوج-

অর্থাৎ- আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন আমরা কোন ওফাত প্রাপ্তের উপর তিনদিনের পর আর শোক প্রকাশ না করি, কিন্তু স্ত্রী তার স্বামীর জন্য (৪ মাস দশদিন পর্যন্ত) শোক প্রকাশ করতে পারে।

উক্ত হাদীস বিভিন্ন সনদে যারা বর্ণনা কছেন-

[১. আল্লামা ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা : ২১৯ ও ২২০ পৃ.। ২. আল্লামা ইমাম মুহাম্মদ : আল মুআত্তা ২৬৭ পৃ.। ৩. আল্লামা ইমাম আব্দুর রাজ্জাক : আল মুসান্নাফ: ৭/৪৭, ৪৮ ও ৪৯ পৃ.। ৪. আল্লামা ইমাম ইবনে আবী শায়বাহ : আল মুসান্নাফ : ৫/২৭৯ , ২৮০ ও ২৮১। ৫. আল্লামা ইমাম হুমায়দী : আল মুসনাদ : ১/১১২ ও ১৪৬ পৃ। ৬. আল্লামা আহমদ মুবাওয়াব : মুসনাদ : ৭/১৪৭-১৫১ পৃ.। ৭. আল্লামা ইমাম তাহাভী : শরহে মাআনীল আসার : ২/৪৮ ও ৪৯ পৃ.। ৮. আল্লামা ইমাম বুখারী : আস সহীহ : ২/৮০৪ পৃ.। ৯. আল্লামা ইমাম মুসলিম : আস সহীহ : ১/৮৮৬-৮৮৮ পৃ.। ১০. আল্লামা ইমাম তিরমিযী : আল জামে : ১/২২৭ পৃ.।১১. আল্লামা ইমাম আবু দাউদ : আস সুনান : ১/৩১৪ পৃ.। ১২. আল্লামা ইমাম নাসাঈ : আস সুনান : ২/১১৬-১১৮ পৃ.। ১৩. আল্লামা ইবনে মাজাহ : আস সুনান : ১/৫২ পৃ। ১৪. আল্লামা ইমাম দারেমী : আস-সুনান : ১/৫২ পৃ.। ১৫. আল্লামা ইমাম বাজ্জার : আল-মুসনাদ। ১৬. আল্লামা ইবনে হাজার হায়সামী : মাযমাউয- যাওয়াইদ : ৫/৩ পৃ.। ১৭. আল্লামা ইবনে জারুদ : আল মুনতাক্বা : ২৫৮ ও ২৫৯ পৃ। ১৮. আল্লামা ইমাম বায়হাকী : সুনানে কোবরা : ৭/৪৩৭-৪৪০ (বচনগুলো আবদুর রাজ্জাক)]

ওফাতুন্নবী উদ্‌যাপন না করার তৃতীয় কারণ

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে সমস্ত নবীগণ এবং ওলীগণ জীবিত, শুধু তাই নয় কুরআনে সূরা বাক্বারায় শহীদগণও জীবিত থাকার কথা বলা হয়েছে। হযরত

আনাস বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, الانبياء احياء فى قبورهم يصلون- অর্থাৎ- নবীগণ তাদের কবরের মধ্যে জীবিত, তারা সেখানে সালাত আদায় করেন। উক্ত হাদীসটি সহীহ সনদে যাঁরা বর্ণনা করেন।

[১. আল্লামা ইমাম আবূ ইয়ালা : আল মুসনাদ : ৬/১৪৭ পৃ., ২. আল্লামা ইমাম বায়হাকী : হায়াতুল আম্বিয়া : ৬৯-৭৪ পৃ.]

৩. আল্লামা ইবনে হাজার হায়তামী : মাজমাউয যাওয়াঈদ : ৮/২১১ ইমাম হায়তামী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, উক্ত হাদীসটি ইমাম বাজ্জার বর্ণনা করে বলেন, উক্ত হাদীসের সমস্ত রাভী সেক্বাহ।

সমস্ত আম্বিয়া আলাইহিস সালাম তাদের কবরে জীবিত এবং তারা সেখানে নামায পড়েন এ প্রসঙ্গে নিবন্ধের শেষের দিকে বিস্তারিত আলোকপাত করা হবে। ইনশাআল্লাহ

তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যেহেতু হায়াতুন্নবী, তাই কোন মতেই সম্ভব নয় ওফাতুন্নবী পালন করা। এটা হল তাদের কাজ, যারা হায়াতুন্নবী মানে না। বাতিল ফিরকা, জাহান্নামী ফিরকার এটা আক্বিদা ও কাজ।

ওফাতুন্নবী উদ্‌যাপন না চতুর্থ কারণ

রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর থেকে আজ পর্যন্ত কেউ ওফাত দিবস পালন করেছেন মর্মে কোন নযির বা প্রমাণ নেই। এ প্রসঙ্গে মক্কা শরীফের তৎকালীন মুফতী এনায়েত আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তার প্রসিদ্ধ তাওয়ারিখে হাবীবে ইলাহ গ্রন্থেও ১২ নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন-

اور بھی علماءنے لکلھا ہے کہ اس محفل میں ذکر وفات شریف کا نہ چاہئے اس لئے کہ یہ محفل واسطے خوشی میلاد شریف کے منعقد ہوتی ہے ذکر غم جانکاہ اس میں محض نازیبا ہے – حرمین شریف میں ہرگز اجازت ذکر قصۃ وفات کی نہیں ہے -

অর্থাৎ -আলেম সমাজ এ কথাই লিখেছেন যে, এ মাহফিলে রাসূলের ওফাত শরীফ বা ইন্তেকালের আলোচনা করা ঠিক নয়, এ জন্য যে, এ রবিউল আউয়াল মাসে অনুষ্ঠিত মাহফিল মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর খুশি উদযাপন করার জন্য অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ করে মক্কা ও মদীনা শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত শরীফের আলোচনা করার অনুমতি কখনোই ছিল না।

[১. মুফতী এনায়েত আহমদ : তাওয়ারিখে হাবীবে ইলাহ : পৃ. ১২]

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইমাম ক্বাস্তুলানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি "মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া" গ্রন্থে বলেন,

ولا زال أهل الاسلام يحتفلون بشهر مولده صلى الله عليه وسلم ويعملون الولائم ويتصد قون فى لياليه بانواع الصدقات ويظهرون السرور ويزيدون فى المبرات ويعتنون بقرأة مولده الكريم ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم –

অর্থাৎ - প্রতিটি যুগে মুসলমানগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বেলাদাত শরীফের মাসে মীলাদ মাহফিলের আয়োজন করে আসছে, উন্নত মানের খাবারের আয়োজন করেন, এর রাতগুলোতে বিভিন্ন ধরণের সাদক্বাহ খায়রাত করেন, আনন্দ প্রকাশ করতে থাকেন, পুন্যময় কাজ বেশি পরিমাণে করার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আসেন। ফলে আল্লাহর অসংখ্য বরকত ও ব্যাপক অনুগ্রহ প্রকাশ পায়।

[১.আল্লামা ইমাম যারকানী : শরহুল মাওয়াহেব : ১ম খন্ড : ২৬২ পৃষ্ঠা]

উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দেস আল্লামা শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী সাহেব "ফুয়ূজুল হারামাঈন" কিতাবে বলেন,

وكنت قبل ذلك بمكة المعظمة فى مولد النبى صلى الله عليه وسلم فى يوم ولادته والناس يصلون على النبى صلى الله عليه وسلم ويذكرون ارهاصاته التى ظهرت فى وقت ولادته ومشاهده قبل بعثته فرأيت انوارا-

অর্থাৎ- আমি এর পূর্বে মক্কা মুআজ্জামায় বেলাদত শরীফের বরকতময় ঘরেও বেলাদাত শরীফের তারিখে উপস্থিত ছিলাম। আর সেখানে লোকজন সমবেত হয়ে হুজুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর একত্রে দুরূদ শরীফ পাঠ করে মীলাদুন্নবী শুভাগমনের সময় অলৌকিক ঘটনাবলী আলোচনা করছিলেন। তারপর আমি সেখানে এক মিশ্র নূরের ঝলক প্রত্যক্ষ করছিলাম।

[আল্লামা শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী : ফয়যুল হারামাঈন : ১৪২ পৃ.]

অতএব, বুঝা গেল, রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যামানা থেকে শাহ ওয়ালী উলাহ মুহাদ্দিস রাহমাতুল্লাহি আলায়হি পর্যন্ত মীলাদুন্নবী পালন হতো, ওফাতুন্নবী নয়।

ওফাতুন্নবী পালন না করার পঞ্চম কারণ

সবশেষে বলতে চাই, রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত শরীফও আমাদের জন্য নেয়ামত

স্বরূপ। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন-

حياتى خير لكم تحدثون و نحدث لكم و وفاتى خير لكم تعرض على اعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله عليه و ما رأيت من شر استغفرت الله لكم -

অর্থাৎ - আমার হায়াত তোমাদের জন্য উত্তম। আমি তোমাদের সাথে কথা বলি তোমরাও আমার সাথে কথা বল। এমনকি আমার ওফাতও তোমাদের জন্য উত্তম নেয়ামত। কেননা তোমাদের আমল আমার নিকট পেশ করা হয় এবং আমি তা দেখি। যদি তোমরা কোন ভাল আমল করো তাহলে আমি তোমাদের ভাল আমল দেখে আল্লাহর নিকট প্রশংসা করি, আর তোমাদের পাপ কাজ দেখেলে আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

সূত্রাবলীঃ

১. ইমাম বাজ্জারঃ আল-মুসনাদঃ ৫/৩০৮-৩০৯পৃ, হাদীস নং- ১৯২৫। ২. ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ুতীঃ জামেউস সগীরঃ ১/২৮২পৃ, হাদীস নং- ৩৭৭০-৭১, দারুল তাওফিকাতুল-লিল-তারুশ, কাহেরা, মিশর। ৩. ইবনে কাছিরঃ বেদায়া ওয়ান নেহায়াঃ ৪/২৫৭ পৃ.। ৪. ইমাম ইবনে সয়্যদঃ আত-তবকাতুল কোবরাঃ ২/১৯৪পৃঃ। ৫. মুত্তাকী হিন্দীঃ কানযুল উম্মালঃ ১১/৪০৭পৃ, হাদীসঃ ৩১৯০৩। ৬. ইমাম জওজীঃ আল ওয়াফা-বি-আহওয়ালি মুস্তফাঃ ২/৮০৯-১০পৃ, মোস্তফা আল-বাবী, মিশর। ৭. ইবনে কাছিরঃ সিরাতে নববিয়্যাহঃ ৪/৪৫পৃঃ দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ, বৈরত। ৮. ইমাম আদিঃ আয-যঈফাঃ ৩/৯৫৪পৃ, দারুল ফিকর ইলমিয়্যাহ, বৈরত।

উক্ত হাদীস প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে হাজার হায়তামী রহমাতুল্লাহি আলায়ীহ বলেন,

رواه البزار و رجاله رجال الصحيح – مجمع الزوائد : ৯/২৪

উক্ত হাদীসের সমস্ত রাভী ছেকাহ বা বিশ্বস্ত। তাই বুঝা গেল হাদীসটি সহীহ। অপর দিকে ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূতী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তার গ্রন্থে বর্ণনা করে বলেন- উক্ত হাদীসটি হাসান। তাছাড়া তিনি উক্ত হাদীসটির সনদ উল্লেখ করেছেন। কাজেই, **১২**ই রবিউল আউয়াল ঈদে মীলাদুন্নবীই সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উদ্‌যাপন করা হবে, ওফাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নয়।

লেখকঃ *শিক্ষার্থী, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, ফাযিল প্রথম বর্ষ*